দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২০ MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পূর্বাচলে ঢাবির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হচ্ছে না

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের স্বপ্ন সহসাই বাস্তবায়ন হচ্ছে না। রাজধানীর পূর্বাচলে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হলেও জমি সংকটের কারণে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ভেস্তে যাচ্ছে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের যাবতীয় প্রস্তুতি। তবে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের বিকল্প হিসাবে আশুলিয়া ও সোনারগাঁ এলাকাকে ভাবা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জমি চাওয়ার পরিমাণের উপরে সরকার সিদ্ধান্ত নিবে। এখানে একটি বা দুইটি অনুষদের জন্য জমি চাইলে সরকার তা বিবেচনা করতে পারে বলে জানা গেছে।

জমি সংকট

(১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পূর্বাচলে ঢাবির দ্বিতীয়

(১৬ পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খান এ প্রসঙ্গে ইত্তেফাককে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস অপরিহার্য। বর্তমান ক্যাম্পাস অনেকটা ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে গেছে। তবে ঢাকা শহরে এক সঙ্গে একশ একর জমি পাওয়া সম্ভব না। পাঁচ থেকে দশ একর জমি দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জমি সংকটের কারণে পূর্বাচলে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় উচ্চ পর্যায়ের একাধিক বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ১৭ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের নির্দেশ দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সাবেক প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে আহ্বায়ক করে একটি 'মাস্টার প্ল্যান কমিটি' গঠন করে। গত বছরের ১৬ জুন কমিটির বৈঠকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য রাজধানীর পূর্বাচল, আশুলিয়া ও সোনারগাঁও এ তিনটি এলাকাকে প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। পূর্বাচলকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য উপযুক্ত হিসাবে বৈঠকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সেই সময়ে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম নাজেমকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের নকশা তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের খসড়া নকশাও তৈরি করেন। সেই সময়ের মাস্টার প্ল্যান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য একশ একর জমি চেয়ে ২০০৮ সালের ২৪ জুন সাবেক ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেন। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ সম্পর্কিত চিঠি দেয়া হয়।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ইত্তেফাককে বলেন, সেই সময় সরকার পূর্বাচলে একশ একর জমি দিতে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছিল। সরকারের আগ্রহে মাস্টার প্ল্যান কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু মৌখিকভাবে সম্মত থাকলেও এ বিষয়ে কোন চুক্তি সম্পন্ন করা হয়নি। এটা বাতিল করা কতটুকু যৌক্তিক তা জানি না। এটা বাস্তবায়ন হলে জাতি উপকৃত হতো।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য পূর্বাচলে একশ একর জমি না থাকায় সরকার অনুমোদন দেয়নি। বিষয়টি ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সরকারও বিকল্প চিন্তা করছে।

প্রসঙ্গত প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে ২০ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। যেখানে বর্তমান ক্যাম্পাস থেকে ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে নতুন ক্যাম্পাসে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় ১০ তলাবিশিষ্ট ৩টি একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক আবাসিক হল, শিক্ষকদের আবাসিক ভবন, টিএসসি ভবন, লাইব্রেরি, গবেষণাগার ও জিমনেশিয়াম নির্মাণ করার কথা ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ ব্যাপারে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। একটি বা দুইটি অনুষদ নির্মাণকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বলা যাবে না। তবে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণ এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।